ইউনিট ৫
স্যাডলার কমিশন

ইউনিট ৫ স্যাডলার কমিশন

১৯১৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ গঠনমূলক নীতি ও সমস্যা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্য লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। এ কমিশনকে স্যাডলার কমিশন বলা হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুর্ণগঠন সম্পর্কে রিপোর্ট প্রণীত হলেও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার জন্য পৃথক বোর্ড গঠনের সুপারিশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তর থেকে ইন্টারমিডিয়েট স্তরে উন্নত করাটাও একটি প্রগতিশীল প্রস্তাব।

পাঠ ৫.১ পটভূমি, গঠন ও উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- স্যাডলার কমিশনের পটভূমি বলতে পারবেন।
- এর গঠন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- এ কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ কমিশনের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

পটভূমি

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন কর্তৃক গৃহীত সংকোচন নীতি ও সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যাহত হয় এবং দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত ধীরে ধীরে ও সঙ্গতিহীন বলে প্রতিপন্ন হয়। একদিকে সরকারী উদ্যোগে কার্জনের শিক্ষানীতিকে কার্যকর করার চেষ্টা চলছিল। ভারতবর্ষে প্রবাহমান এমনি এক পরিস্থিতিতে ১৯১০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দ্বিতীয় বারের মত সংস্কার করা হলো ফলে এদেশেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সংস্কার করার দাবি উঠেছিল।

আওতাধীন বিপুল সংখ্যক ডিগ্রী ও ইন্টারমিডিয়েট মঞ্জুরী প্রদান, পরীক্ষা গ্রহণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মভারে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল জর্জরিত। ছাত্রদের কল্যাণের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় তেমন কোন নজর দিতে পারতো না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। উপরন্তু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো যেমন ছিলো প্রকট, তেমনি এর সংস্কারের দাবিও ছিল তীব্র। ১৯০৬ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উাচার্য নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কার্জনের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য দ্বিমুখী লড়াই শুরু করেন। প্রথমতঃ স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর, রীডার ও লেকচারার নিয়োগ করেন। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বিষয়ে প্রধান অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন। তৃতীয়তঃ স্নতকোত্তর গবেষণার ব্যবস্থা করেন। শেষ পর্যায়ে ১৯৯৩ সালে তিনজন অধ্যাপকের নিয়োগ প্রসঙ্গে সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ উপস্থিত হলে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এ অপ্রীতিকর সম্পর্কে কোন উন্নতি হয়নি। অন্যদিকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচী, দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিক্ষার মান ও বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে নানা সমস্যা দেখা দিলো।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করার জন্য গোপালকৃষ্ণ গোখেল ১৯১০-১১ সালে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ২ বার বিল উত্থাপন করেও ব্যর্থ হন। ফলে ভারতের সর্বত্র শিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

এ শিক্ষা আন্দোলন ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমস্যা সঙ্কুল অবস্থাপ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯১৩ সালে শিক্ষা বিষয়ক সরকারী প্রস্তাব ঘোষণা করেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে প্রস্তাব অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

কমিশন গঠন

মহাযুদ্ধের অবস্থা অনুকূলে থাকায় সরকার ১৯১৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য "কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন" গঠন করেন। এ কমিশনের সভাপতি ছিলেন লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মাইকেল স্যাডলার। তাঁর নাম অনুসারেই এ কমিশন "স্যাডলার কমিশন" নামে সুপরিচিত। কমিশনের ভারতীয় সদস্যে মধ্যে ছিলেন স্যার জিয়াউদ্দীন আহমেদ (পরে তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন) ও বঙ্গ প্রদেশের জনশিক্ষা অধিকর্তা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এব অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন স্যার ফিলিপ হার্টগ, ড. গ্রেগরী ও অধ্যাপক রামজে মুর। ১৯১৯ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

উদ্দেশ্য

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েল সমস্যা অনুসন্ধান করে এর সমাধানের পথ নির্দেশ করার জন্য এ কমিশন গঠিত হলেও এর উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি ছিল ব্যাপক। কমিশন সামগ্রিকভাবে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে রিপোর্ট পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপরন্তু, কমিশন মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার মানের উপর উচ্চ শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে; বিধায় মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার না করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যায় না। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারও কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো ছিল কম বেশি একই রকম। তাই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধান এবং এর উন্নয়নের জন্য স্যাডলার কমিশন গঠিত হলেও সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে এ কমিশনের রিপোর্ট একটি মূল্যবান দলিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। সরকারের সাথে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ উপস্থিত হয় কোন প্রসঙ্গে?
- (ক) অধ্যাপক নিয়োগ প্রসঙ্গে
- (খ) ছাত্র ভর্তি প্রসঙ্গে
- (গ) প্রশাসন প্রসঙ্গে
- (ঘ) কলেজের মঞ্জুরী প্রসঙ্গে

২। ১৯১৩ সালের শিক্ষা বিষয়ক সরকারী প্রস্তাব কার্যকর হয়নি কেন?
- (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতার ফলে
- (খ) ছাত্র আন্দোলনের ফলে
- (গ) জনসাধারণের সমালোচনার ফলে
- (ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আবির্ভাবের ফলে

৩। কত সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়?
- (ক) ১৯১৭ সালে
- (খ) ১৯১২ সালে
- (গ) ১৯১০ সালে
- (ঘ) ১৯০৯ সালে

৪। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি কে ছিলেন?
- (ক) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
- (খ) ড. মাইকেল স্যাডলার
- (গ) স্যার ফিলিপ হার্টগ
- (ঘ) ড. গ্রেগরী

৫। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
- (ক) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনকে শক্ত করা
- (খ) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপ লঘু করা
- (গ) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধান করা
- (ঘ) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনকে স্তিমিত করা

পাঠ ৫.২ শিক্ষা সম্পর্কীয় স্যাডলার কমিশনের সুপারিশমালা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন লক্ষ্যে শিক্ষার পূর্ণগঠন সংক্রান্ত স্যাডলার কমিশনের সুপারিশসমূহ লিখতে পারবেন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশগুলো বলতে পারবেন।
- কমিশনের অন্যান্য সুপারিশসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

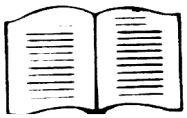

যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন গঠনধারা পরিত্যাগ করে নতুনভাবে পূর্ণগঠন করা হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শুধু অনুমোদনধর্মী না রেখে শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কারের কাজ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকূশলতা বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রশাসনিক ও সাংবাদিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা

হান্টার কমিশনের ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন উচ্চ শিক্ষার স্বার্থের প্রতি যথার্ত নজর দেননি। কেননা, হান্টার কমিশন উচ্চ শিক্ষা এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উপর তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের উপর উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন নির্ভর করে। এ জন্য কমিশন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান করে মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণগঠনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন।

১। উচ্চ শিক্ষাও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে যথার্থ অর্থে বিভাজক রেখা হবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করা যাবে।

২। ডিগ্রী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলো আলাদা করে এক ধরনের ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এ কলেজগুলো স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে অথবা কোন উপযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের সথে যুক্ত হয়ে পরিচালিত হতে পারে। এ ধরনের নতুন কলেজে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষক শিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৩। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। তবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে গণিত শিক্ষাদান করা যেতে পারে। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজী।

৪। মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রদেশে মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড গঠিত হবে। এ বোর্ড সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা থাকবেন। মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ ও বোর্ডের দায়িত্ব থাকবে।

কমিশন আশা করনে যে, প্রস্তাবিত বোর্ড গঠন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ভার লাঘব হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়া সম্ভব হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

কমিশন লক্ষ্য করেন যে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ ও ছাত্র সংখ্যা এত বেশি যে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তা পরিচালনা করা অসম্ভব। সুতরাং কমিশন সুপারিশ করেন যে–

১। ঢাকায় একটি শিক্ষাদানকারী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২। কোলকাতা শহরের সমূদয় শিক্ষা সুযোগকে এমনভাবে কেন্দ্রীভুত করতে হবে যেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে পারে।

৩। মফস্বলের কলেজগুলোকে এমনভাবে উন্নত করতে হবে যেমন সম দয় উচ্চ শিক্ষার সুযোগকে একত্রিত করে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে উন্নত করা সম্ভব হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনার জন্য বিধি বিধানের কড়াকড়ি কম করতে হবে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পূর্ণকালীন বেতনভুক্ত উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাহী পরিষদ, একাডেমিক কাউন্সিল, বোর্ড অব স্টাডিজ ও বিভিন্ন অনুষদ গঠন করতে হবে।

৪। প্রত্যেক শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাদান, টিউটোরিয়াল ও উৎকৃষ্ট গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক বিভাগে একজন বিভাগীয় প্রধান থাকবেন।

৫। বহিস্থ বিশেষজ্ঞসহ একটি বিশেষ নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রীডারদের নিয়োগ করতে হবে।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সংক্রান্ত শিক্ষকদের অধিক ক্ষমতা দিতে হবে।

৭। অধিকতর সমর্থ ছাত্রদের চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্স চালু করতে হবে।

৮। ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের পর পাস কোর্সের পাঠ্যকাল হবে ৩ বছর।

৯। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনাম লক অনগ্রসরতা বিবেচনা করে শিক্ষার প্রতি মুসলমান ছাত্রদের উৎসাহিত করা ও তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০। ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক কল্যাণের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়ার জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপকের সমবেতন ও সমমর্যাদা সম্পন্ন একজন ডাইরেক্টর অব ফিজিক্যাল ট্রেনিং নিয়োগ করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ছাত্র কল্যাণ বোর্ড থাকবে। ছাত্রদের আবাস স্থলে অবস্থা পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য 'আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড' গঠন করতে হবে।

অন্যান্য সুপারিশ

অন্যান্য আরও কয়েকটি বিষয়ে কমিশন নিম্নোক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

শিক্ষক শিক্ষণ

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কমিশন ঢাকা ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ বিভাগ চালু করার সুপারিশ করেন। কমিশন আরও সুপারিশ করেন যে, ডিগ্রী ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মত শিক্ষাতত্ত্ব একটি বিষয় বলে গণ্য হবে।

নারীশিক্ষা

নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কমিশন ১৫/১৬ বছরের হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের জন 'পর্দা স্কুল স্থাপন করা এবং বিশেষ' নারীশিক্ষা বোর্ড গঠন করে স্ত্রীলোকদের উপযোগী বিশেষ শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করার অভিমত প্রকাশ করেন।

কারিগরী ও প্রযুক্তি

স্যাডল্যার কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে কারিগরি ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অর্ন্তভূক্তি এবং কৃতকার্য ছাত্রদের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা প্রদানের মাধ্যমে এদের সুব্যবস্থিত অধ্যয়নের সুপারিশ করেন।

পেশাগত ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

পেশাগত ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশন সুপারিশ করেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব পর্যায়ে এ ধরনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশন বেশি জোর দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। অধিকতর সমর্থ ছাত্রদের চাহিদা পূরণের জন্য কমিশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোর্স চালু করার সুপারিশ করা হয়?
- (ক) পাস কোর্স
- (খ) অনার্স কোর্স
- (গ) স্নাতকোত্তর কোর্স
- (ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স

২। কমিশনে পাস কোর্সে পাঠ্যকাল. কত বছর করার জন্য সুপারিশ করা হয়?
- (ক) ৩ বছর
- (খ) ২$\frac{১}{}$ বছর
- (গ) ২ বছর
- (ঘ) ১— বছর

৩। ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক সুস্থতার প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য কমিশনের কী নিয়োগ করার সুপারিশ করা হয়?
- (ক) ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর
- (খ) ডাইরেক্টর অব ফিজিক্যাল ট্রেনিং
- (গ) ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার
- (ঘ) কোনোটিই নয়

৪। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কী গঠনের সুপারিশ করা হয়?
- (ক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
- (খ) আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাহী পরিষদ
- (গ) আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড
- (ঘ) সুপার ইউনিভারসিটি বোর্ড

৫। কমিশন কী জন্য ঢাকা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ বিভাগ চালু করার সুপারিশ করা হয়?
- (ক) ছাত্রদের চাহিদা পূরণের জন্য
- (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য
- (গ) বেকার ছাত্রদের পড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য
- (ঘ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৫

এই ইউনিট পাঠ করে আপনি বিয়ষবস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নোগুলোর উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্যাডলার কমিশন কখন গঠিত এবং কার নামে নামকরণ করা হয়?
২। স্যাডলার কমিশনের সদস্য কে কে ছিলেন?
৩। স্যাডলার কমিশনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
৪। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও উন্নতি কল্পে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর ভূমিকা কী ছিল?
৫। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের উপর স্যাডলার কমিশন গুরুত্ব আরোপ করে কেন?
৬। মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণগঠনের জন্য স্যাডলার কমিশন কী কী সুপারিশ করেন?
৭। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলো কী ছিল?
৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্যাডলার কমিশন কী কী সুপারিশ করেন?
৯। শিক্ষক শিক্ষণ, পেশাগত ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কমিশনের অভিমত কী ছিল?
১০। নারী শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে কী সুপারিশ করেন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। খ ৫। গ

পাঠ ৫.২

১। খ ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। ঘ